বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ প্রতিযোগিতা – ২০১৭

নীতিমালা

বিদ্যুৎ খাতে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষে জাতীয় পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের নিকট হতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হবে। এ লক্ষে দেশব্যাপী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রচারণার আয়োজন করা হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত করার লক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্যানার, পোস্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হবে। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ, পাওয়ারসেলসহ বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে।

১। প্রতিযোগিতার নামঃ ‘বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ প্রতিযোগিতা’

২। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রঃ

ক) বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন/ স্থানীয়/ নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন

খ) বিদ্যুৎ/জ্বালানি সাশ্রয়ে নতুন/ স্থানীয়/ নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন

গ) বিদ্যুৎ/ জ্বালানী খাতে পরিবেশ দূষণরোধে/ কার্বন নির্গমন হ্রাসে উদ্ভাবন

ঘ) সবুজ/ টেকসই/ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন/স্থানীয়/নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ঙ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী/পরিবেশ বান্ধব অফিস/বসতবাড়ি/অবকাঠামো সংক্রান্ত উদ্ভাবন

চ) বিদ্যুৎ খাতে আইসিটি’র ব্যবহার সম্পর্কিত উদ্ভাবন

ছ) বিদ্যুৎ খাতে অন্যান্য উদ্ভাবন

(বিঃ দ্রঃ একই উদ্ভাবন একাধিক ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হতে পারে, তবে একটির বেশি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে না; একই প্রতিযোগী ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভাবনের জন্য একাধিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেতে পারেন)

৩। উদ্দেশ্যঃ

ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও ব্যবহারে স্থানীয়, কারিগরি জ্ঞান, নিজস্ব সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

খ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনসচেতনতা,কারিগরি জ্ঞান, নিজস্ব সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

গ) টেকসই/পরিবেশ বান্ধব/ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বসাধারণকে উৎসাহিতকরণ

ঘ) বিদ্যুৎ খাতে প্রায়োগিক এবং কারিগরি সৃজনশীলতা এবং অর্থনৈতিক/কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ

ঙ) স্থানীয় উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ

৪। প্রতিযোগীর শ্রেণিবিভাগঃ

ক) স্কুল পর্যায় (স্কুল ও সমমান)

খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমমান)

গ) উন্মুক্ত

প্রতিযোগীগণ একক বা দলগতভাবে অংশ নিতে পারেন, তবে প্রতিটি উদ্ভাবনের জন্য একটি দল একটির বেশি পুরস্কার পাবেন না অর্থাৎ পুরস্কারটি দলীয় সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবেন।

৫। উপ-কমিটির কার্যপরিধিঃ

- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার নিকট হতে বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগ আহবান;
- ব্যাপক প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপন, ব্যানার, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ;
- উদ্ভাবনী প্রকল্প/ কার্যক্রম আহবান করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার;
- স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত ব্র্যান্ডিং এর জন্য অনুমতি গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট বিতরণ;
- প্রচার/প্রচারণা, মুল্যায়ন কাজে সহায়তাকরণ, প্রদর্শনীর আয়োজন ইত্যাদি কাজে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি নিয়োগ;
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিমের মাধ্যমে সরেজমিনে বিভিন্ন স্কুল/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রমণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের জন্য ওয়েব পেইজ তৈরি ও রক্ষণ;
- প্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প/ প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের জন্য মানদন্ড প্রস্তুতকরণ;
- প্রকল্প প্রস্তাবনা মূল্যায়নের জন্য বিচারক প্যানেল গঠন;
- প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্পের দিনব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন;
- প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য বাছাইকৃত (সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত) প্রতিযোগী ছাত্র/ছাত্রীদের সম্মানী/পুরস্কার প্রদান;
- প্রদর্শনী হতে মূল্যায়নপূর্বক সেরা উদ্ভাবনী প্রকল্প নির্বাচন;
- বিচারক বোর্ড/ মূল্যায়ন কমিটিকে সম্মানী প্রদান;
- সেরা প্রকল্পসমূহকে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও সম্মানী প্রদান।

৫। পুরস্কারের প্রকৃতি ও পরিধিঃ

ক) তিনটি শ্রেণির প্রতিটির ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ তিনটি (৩) করে মোট নয়টি (৯)টি উদ্ভাবন নির্বাচন করা হবে।

খ) পুরস্কার হিসেবে প্রতিটি ১ম পুরস্কারের জন্য ৫০,০০০/-, ২য় পুরস্কারের জন্য ৩০,০০০/- ও ৩য় পুরস্কারের জন্য ২০,০০০/- টাকার নগদ পুরস্কার, উদ্ভাবনের জন্য ১টি করে পদক/ক্রেস্ট, এবং স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হবে।

গ) সরকার নির্বাহি আদেশের মাধ্যমে পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৬। পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়ঃ

এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই বরাদ্দ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭। বাস্তবায়ন কর্মসূচিঃ

- মনোনয়ন আহ্বানঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবপেইজে এবং বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং উদ্ভাবনের বিবরণী অনলাইনে সংগ্রহের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পেইজে অনলাইন ফর্ম আপলোড এবং ডিজিটাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সক্রিয়করণঃ ০১ ডিসেম্বর
- বাছাইকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি নির্বাচনঃ ১৫-৩০ ডিসেম্বর ২০১৭
- উদ্ভাবনী আইডিয়া সংগ্রহঃ ১ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

- উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রাক-বাছাইকরণ ও প্রাক-মূল্যায়নঃ ১ জানুয়ারি - ৩০ জানুয়ারি ২০১৮
- জাতীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণঃ ১ ফেব্রুয়ারি- ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
- মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনয়ন অনুমোদনঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে
- পুরস্কার ঘোষণাঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে

৮। আইডিয়া সংগ্রহ/মনোনয়ন প্রক্রিয়াঃ

- আইডিয়াগুলোর বিবরণী বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবপেইজে সংযুক্ত ব্যবহারবান্ধব অনলাইন ফর্মে আপলোড করা যাবে অথবা সদস্য-সচিবের দাপ্তরিক ঠিকানায় হার্ড কপি প্রেরণ করা যাবে।
- ফর্মসমূহে বিভিন্ন ফরম্যাটের ফাইল, ছবি বা ভিডিও সংযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে।
- ফর্মসমূহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং অপারেটিং সিস্টেমে খোলা এবং অনলাইনেই পূরণ ও দাখিলের উপযোগী হবে।
- বাছাই/মূল্যায়ন কমিটি ধারণা (আইডিয়া) সমূহ অনলাইনেই পড়তে/যাচাই করতে পারবেন বা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।

৯। মূল্যায়নঃ

প্রতিটি আইডিয়া মূল্যায়নের জন্য ১০০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। ধারণা (আইডিয়া) সমূহ নিচের মানদন্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবেঃ

ক্রাইটেরিয়া	নম্বর
নতুনত্ব	২০
নির্মাণ ব্যয়/ লাভ অনুপাত (ভ্যালু)	১৫
নির্মাণে স্বীয়/ স্থানীয় সক্ষমতা	১০
উপকারিতা/ উপযোগিতা/ ইমপ্যাক্ট (অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক)	২০
টেকসই ক্ষমতা	১০
বাস্তবায়ন যোগ্যতা	১০
উপস্থাপনা	৫
সম্প্রসারণযোগ্যতা	১০
মোট	১০০

১০। বাছাই কমিটিঃ

প্রাপ্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ মূল্যায়নপূর্বক পুরষ্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে এক/একাধিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

সভাপতিঃ বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

সদস্য সচিবঃ সংশ্লিষ্ট উপকমিটির সদস্য সচিব।

সদস্যঃ বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব কর্তৃক মনোনীত ৫-১০ জন কর্মকর্তা।

১১। অনুমোদনঃ

- উপকমিটি কর্তৃক প্রাক-বাছাই শেষ হলে তা মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হবে।
- মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ৭ টি করে মোট (৩X৭) = ২১ (একুশ)টি উদ্ভাবনকে নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই করা হবে।
- ২১টি উদ্ভাবনের উদ্ভাবক/উদ্ভাবকগণকে নিজ নিজ উদ্ভাবন প্রদর্শন করে দেখানর জন্য ঢাকায় আহ্বান করা হবে।

- প্রদর্শনের পর মূল্যায়ন কমিটির চূড়ান্ত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ৩ টি করে মোট ৯ টি ধারণা (আইডিয়া) নির্বাচন করা হবে। এই মূল্যায়নটি পূর্বের ক্রাইটেরিয়ার সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়নযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে করা হবে।
- ৯ টি উদ্ভাবন পুরস্কার প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত না হলে, যতগুলো উপযুক্ত মনে হবে ততগুলোকেই পুরস্কৃত করা হবে।

১২। পুরস্কার ঘোষণাঃ

মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম অনলাইনে ঘোষণা করা হবে এবং বিজয়ীদের অবহিত করা হবে। পরবর্তীতে একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৩। বিবেচ্য বিষয়াবলীঃ

- পুরস্কারের জন্য উদ্ভাবনী ধারণা (আইডিয়া) সংগ্রহ, মনোনয়ন, মূল্যায়ন বা নির্বাচনের যে কোন পর্যায়ে বিচারক প্যানেলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- আবেদন ফর্মে সকল ঘর যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতার জন্য আবেদন বাতিল বলে গন্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি, ভিডিও সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত আবেদনকারী পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।